সমকাল

তারিখ 14 APR 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

সেশনজট নিয়ে সংবাদের ব্যাখ্যা দিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শনিবার সমকালে 'পাস করতেই পার চাকরির বয়স!' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

পরিচালক (জনসংযোগ) ফয়জুল করিমের পাঠানো ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, '২০১১ সালে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা অনুষ্ঠিত হয়েছে ডিসেম্বর-২০১৩ মাসে। আমাদের দেশে একাডেমিক সেশন শুরু হয় প্রকৃত সময়ের প্রায় এক বছর পরে। তাই কোনো সেশনজট যদি নাও থাকে, অর্থাৎ যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও ২০১১ সালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২০১২ সালে, এর আগে নয়। সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৩ সালে, অর্থাৎ চার বছরের কোর্সে পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং অন্যান্য কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রকৃত সময়ের চেয়ে এক-দেড় বছর পিছিয়ে আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। ওই সব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসভিত্তিক এবং ছাত্রসংখ্যা তুলনামূলকভাবে সীমিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিকূল অবস্থা, অবরোধ-নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যেও ২০১৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

সেশনজট নিয়ে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশব্যাপী ছড়ানো কেন্দ্রের মাধ্যমে চার লাখের অধিক প্রথম বর্ষ সম্মানে ভর্তিচ্ছুক পরীক্ষার্থীর ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।'

ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়, 'সেশনজটের বেশ কিছু কারণ প্রকাশিত সংবাদে প্রতিবেদক যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন। এসব কারণ ছাড়াও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, যা সেশনজট নিরসনে বড় বাধা। যেমন- পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরীক্ষা হলের অপ্রতুলতা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যথাসময়ে মুদ্রণের সিডিউল সরকারি সিকিউরিটি প্রেসে না পাওয়া, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি, চার বছর মেয়াদি অনার্স গ্রেডিং পদ্ধতির সিলেবাস প্রণীত হওয়ায় কোর্স সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উত্তরপত্রের সংখ্যা আগের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি, বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সারাদেশ থেকে ডাক বিভাগের মাধ্যমে সংগ্রহ এবং বিতরণে বিলম্ব।'

এতে আরও বলা হয়, 'এসব সমস্যা সমাধানে বর্তমান প্রশাসন বেশ কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে। পরীক্ষার ফরম পূরণ থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত সব কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে। এটি সম্পন্ন করা গেলে পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ডিজিটাল মনিটর করা যাবে। একই সঙ্গে যেন একজন পরীক্ষকের কাছে একাধিক পরীক্ষার উত্তরপত্র না যায়, তা নিশ্চিত করা যাবে। সপ্তাহে সাত দিন সকাল ও বিকেল দুই বেলা পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। উত্তরপত্র ও পরীক্ষাসামগ্রী ছয়টি বিভাগীয় অফিস থেকে সরাসরি বিতরণ করা হচ্ছে শিক্ষক তথা কলেজগুলোকে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠানো বক্তব্যে মূলত সেশনজটের ভয়াবহতা স্বীকার করে নিয়ে কী কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।